ইতিহাস থেকে শিক্ষা

(Learning from History)

১শমূয়েল ১২ অধ্যায় ১-১১ পদ

ইজ্রায়েলের উপর রাজা হিসাবে শৌলের নিয়োগ দৃঢ়ভাবে সাক্ষরিত ও স্বীকৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শমূয়েল উপলব্ধি করেছে যে, ইজ্রায়েলের ইতিহাসে তার নিজের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, তার পরিচর্যার সমাপ্তি ঘটেছে। ঈশ্বরের বাক্য শুনে, তা ইজ্রায়েলের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ, তথা আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ও নির্দেশকের কাজ সে ক্রমশ করতে চলেছে। কিন্তু জাতীয় জীবনে বিচারক বা নেতা হিসাবে তার কাজ এখন নতুন নিযুক্ত রাজা শৌলের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আর তাই, শমূয়েলের জন্য জন সংযোগকে ব্যবহার করার, এটাই হল সবথেকে উপযুক্ত সময়। অনেকের ক্ষেত্রেই অবসর গ্রহণ হল খুব কঠিন কাজ, নেতৃত্ব দানের পদ থেকে নেমে আসা সহজ নয়। বিশেষ করে প্রভুর রাজ্যের কাজে যারা নিযুক্ত, তাদের বিষয় আমরা এমন কথা শুনতে পাই– প্রভুর পরিচর্যায় কোনও অবসর নেই। কিন্তু তা অনেক সময় প্রভুর রাজ্যের কাজে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে অস্বীকার করার অজুহাত হিসাবে কাজ করতে পারে। শমূয়েলের ক্ষেত্রে, বিশেষত এই কাজ সহজ ছিল না, কারণ ইজ্রায়েলের উপর রাজার নিযুক্তিকে প্রথমে সে সমর্থন করতে পারেনি। তথাপি সে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি, নেতা হিসাবে সে তার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করেছে। আর তাই, সমবেত সমগ্র ইজ্রায়েল জাতির উদ্দেশে শমূয়েল তার শেষ বক্তৃতা দিয়েছে। শমূয়েল তার জাতির উদ্দেশে এই বক্তৃতায় একাধারে দুটি কাজ করেছে: **প্রথমত, তার নিজের অবস্থানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেছে ও ব্যাখ্যা করেছে**; এবং **দ্বিতীয়ত, ইজ্রায়েলের সমগ্র জাতিকে ভর্ৎসনা, সতর্ক ও উৎসাহিত করেছে**। এর পর থেকে আমরা শমূয়েলকে খুবই কম বিচারকের কাজ করতে দেখব। শৌলের কাজের উপর নজরদারি করতেও আমরা শমূয়েলকে দেখতে পাব না। শমূয়েল তার উত্তরসূরীকে কাজ করার জন্য পথ ফাঁকা করে দিয়েছে।

১১:১৪ পদে শমূয়েল ইজ্রায়েল সন্তানদের এমন কথা বলেছিল, ***"চল, আমরা গিল্‌গলে গিয়ে সেখানে রাজত্ব পুনর্বার স্থাপন করি।"*** এখানে শৌল যে রাজত্ব পুনর্বার স্থাপনের কথা বলেছে, তা ইজ্রায়েলের উপর শৌলের রাজত্ব নয়, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজত্ব। আর এই কাজের জন্য শমূয়েল মিস্পা নয়, কিন্তু গিল্‌গলকে বেছে নিয়েছে; কারণ জর্দন নদী পার হয়ে এখানেই তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দুধ-মধুর দেশ কনানে প্রথম পা রেখেছিল; এখানেই ১২ পাথরের স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হয়েছিল; এখানেই সদাপ্রভু ইজ্রায়েলের দ্বিতীয় প্রজন্মের ত্বকচ্ছেদ করে, তাঁর সঙ্গে তাদের চুক্তি পুনরায় স্থাপন করেছিলেন (যিহোশূয় ৪-৫ অধ্যায়)। আবার, এখানেই সদাপ্রভুর দূত ইজ্রায়েলের কাছে উপস্থিত হয়ে মিসরের দাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধার, সদাপ্রভুর সঙ্গে তাদের চুক্তি, এবং প্রতিবেশি দেশের লোকদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের কারণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল (বিচার ২:১-৫)। এই সমস্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী গিল্‌গলে শমূয়েল তার জাতির উদ্দেশে শেষ বক্তৃতা দিতে চলেছে। তার বক্তৃতার প্রথম অংশ ইজ্রায়েল, তথা বিশ্বাসী আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করে।

ক। ইজ্রায়েল জাতির জীবনে শমূয়েলের পরিচর্যা (১-৫ পদ)

(১) অপসারণ নয়, অবসর গ্রহণ– শমূয়েল তার বক্তৃতার প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, তা হল, ইজ্রায়েলকে নেতৃত্ব দানের পদ থেকে শমূয়েলকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি, সে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছে। ১ পদে শমূয়েল গিল্‌গলে সমবেত সমস্ত ইজ্রায়েলকে বলেছে, ***"দেখ, তোমরা আমাকে যা যা বললে, আমি তোমাদের সেই সমস্ত কথা শুনে তোমাদের উপরে একজনকে রাজা করলাম।"*** অর্থাৎ ইজ্রায়েলের উপর নেতৃত্বের পদ থেকে শমূয়েলকে অপসারিত করা হয়নি, পরিবর্তে শমূয়েল নিজেই তাদের কথা শুনে সরে দাঁড়িয়েছে ও ইজ্রায়েলের উপর রাজা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হবার জন্য শৌলের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাদের কথা মতো কাজ করার পাশাপাশি যে কারণে শমূয়েল সরে দাঁড়িয়েছে, তা হল, তার বয়স। আর তাই ২ পদে শমূয়েল বলেছে, ***"আমি বুড়ো হয়েছি এবং আমার চুল পেকেছে; আর দেখ, আমার ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আছে, আর আমি ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করছি।"*** এর আগে ৮ অধ্যায়ে, আমরা দেখেছিলাম যে, ইজ্রায়েলের প্রচীনরা যখন প্রতিবেশি বিভিন্ন দেশের অনুকরণে তাদের উপর রাজা চেয়েছিল, তখন তারা শমূয়েলের বয়সের কথা এবং তার ছেলেদের বিপথে যাবার কথা উল্লেখ করেছিল (৮:৪-৫)। এখানে এই কথার দ্বারা শমূয়েল তার বয়সের কথা স্বীকার করলেও, কোন্ অর্থে তার ছেলেদের উপস্থিতির কথা বলেছে, তা পরিষ্কার নয়। প্রচীনরা তার ছেলেদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিল, যদিও তা সত্য (৮:১-৩); কিন্তু এখানে, হয়ত তার বয়সের উপর জোর দেবার জন্যই শমূয়েল তার ছেলেদের উপস্থিতির কথা বলেছে। শমূয়েল যে যথেষ্ট বুড়ো হয়েছে, তার নিদর্শন হল, তার দুই ছেলে বড় হয়েছে, যারা তাদের মধ্যে আছে, যাদের তারা ভালো করে জানে।

(২) **কলঙ্কহীন সাক্ষ্য–** জাতির উদ্দেশে শমূয়েল তার এই বক্তৃতায় আরও একটি কাজ করেছে, আর তা হল, নেতৃত্বে থেকে শমূয়েল সর্বদা সততা বজায় রেখেছে। বিচারক বা নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোকে লোকেরা যেন ভুল করেও ঈশ্বরের বিচার বা শাস্তি জ্ঞান না করে। কারণ, তার পিতৃসম এলির প্রতি ঈশ্বর যে বিচার এনেছিলেন, তা শমূয়েল কখনও ভুলতে পারে না। আর তাই, ধরা যেতে পারে, শমূয়েল তা মনে রেখে, তার সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেছে, সে যেন কখনও এমন পরিস্থিতির মধ্যে না পড়ে। আর তাই, সে কখনও তার পদমর্যাদা বা ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কখনও কোনও বিষয়ে সুবিধা গ্রহণ করেনি। ৩ পদে শমূয়েল তাদের প্রশ্ন করেছে, ***"বল দেখি, আমি কার গোরু নিয়েছি? কার গাধা নিয়েছি? কার প্রতি দৌরাত্ম করেছি? কার হাত থেকে উৎকোচ (ঘুষ) নিয়েছি? আমি তাদের তা ফিরিয়ে দেব।"*** অর্থাৎ, শমূয়েল কখনও কারুর কাছ থেকে বড় কোনও উপহার গ্রহণ করেনি; সে কখনও তার শ্রোতার সম্পত্তির কথা ভেবে তার কথা পরিবর্তিত করেনি; সে কখনও কারুর প্রতি অত্যাচার বা প্রতারণা কেরনি। যদি সে না জেনে কারুর প্রতি তা করে থাকে, শমূয়েল তার প্রতিকার করতে আগ্রহী।

(৩) **শমূয়েলের পক্ষে সমস্ত ইজ্রায়েলের সাক্ষ্য–** দায়িত্বে থাকাকালীন শমূয়েলের রেকর্ড খুবই ভালো, সে যে কোনও নেতার আদর্শ হতে পারে। সে নিজের বিষয় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রজাদের কাছ থেকে পেতে চেয়েছিল, তার উত্তরে প্রজারা জানিয়েছে, ***"আপনি আমাদের প্রতি দৌরাত্ম করেননি, আমাদের উপরে উৎপীড়ন করেননি, কারুর হাত থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি"*** (৪ পদ)। এখন, শমূয়েল যদিও প্রজাদের প্রতি এই সমস্ত মন্দ আচরণ করেনি, কিন্তু ইজ্রায়েলের উপর যে সমস্ত রাজা আসতে চলেছে, তারা তা করতে চলেছে। তাদের সেই স্বীকারোক্তিকে মনে রাখার জন্য ৫ পদে শমূয়েল সদাপ্রভু ও তাঁর অভিষিক্তকে সাক্ষী করেছে, ***"এ বিষয়ে তোমাদের বিপক্ষে সদাপ্রভু সাক্ষী, এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী। তারা উত্তর করল, তিনি সাক্ষী।"*** শমূয়েল বলেছে যে, সদাপ্রভু তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী। কারণ তাদের নিজের মুখে তারা স্বীকার করেছে যে, শমূয়েল তাদের বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় বা অবিচার করেনি; আর তাই শমূয়েলের পরিবর্তে একজন রাজা চাইবার পেছনে কোনও কঠিন ভিত্তি ছিল না। তাদের সেই আচরণের জন্য তারা দোষী এবং ঈশ্বর তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী।

শমূয়েলের এই আচরণ আজ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শমূয়েল এখানে নিজের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছে, সেই প্রশ্নগুলি আমাদের পরিচর্যার মূল্যায়ন করতে ও লক্ষ্যস্থির করতে খুবই প্রয়োজনীয়। আমরা কি আমাদের পদমর্যাদা বা ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সুবিধা নিয়েছি? আমরা কি অন্যদের প্রতি অত্যাচার বা প্রতারণার কাজ করেছি? সামজিক, অর্থনৈতিক বা

রাজনৈতিক চাপের মুখে আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য কাটছাঁট করেছি?

খ। ইজরায়েলের জীবনে অতীতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাজ (৬-১১ পদ)

(১) পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি– ইজ্রায়েলের উপর নেতা হিসাবে নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার কথা বলার পর, শমূয়েল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজা চাইবার বিষয়টিকে বর্ণনা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি করতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা একটি ভালো উপায়। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে এবং নতুন নিয়মেও এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে (প্রেরিত ৭ অধ্যায়ে স্তিফানের বক্তৃতায়, ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের বর্ণনায়)। যারা পূর্বে ছিল, তাদের সঙ্গে সংহতি, এবং অতীতের সঙ্গে শক্ত ও পরিষ্কার যোগাযোগ ছিল ইজ্রায়েলের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইজ্রায়েল তা স্মরণ করতে ভালোবাসত। একইভাবে, অতীতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন, তা স্মরণ করার দ্বারা আমরা একদিকে যেমন **বর্তমান জীবনে প্রেরণা পাই**; অন্যদিকে, **বিশ্বাসে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই**। আজ আমরা সেই কাজই করছি, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে শমূয়েল, শৌল ও দাউদ ইত্যাদিদের চরিত্র থেকে শিখছি।

তাদের দোষ যেন তারা আরও ভালো করে উপলব্ধি করে, সেই উদ্দেশ্যে মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার থেকে শুরু করে এতদূর পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী ঈশ্বর কীভাবে পরিচালনা দিয়েছেন, তা শমূয়েল উল্লেখ করেছে। ৬ পদে শমূয়েল বলেছে, ***"সদাপ্রভুই মোশি ও হারোণকে উৎপন্ন করেছিলেন, এবং মিসর দেশ থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছেন।"*** এই কথার মাধ্যমে শমূয়েল তাদের বলতে চেয়েছে যে, যে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণের মাধ্যমে মিসরের দাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধার করে এনেছেন, তিনি যদি বিচারক হিসাবে শমূয়েলের পরিচর্যাকে নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ বলে সাক্ষ্য দেন, তাহলে তার পরিবর্তে রাজা চেয়ে ইজ্রায়েল কত বড় পাপ করেছে। আর এইভাবে, শমূয়েলের ব্যক্তিত্বে তারা প্রকৃত অর্থে সদাপ্রভু ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করেছে (৮:৭ পদ)।

(২) ইজরায়েলের প্রতি চুক্তিবদ্ধ সদাপ্রভুর ধার্মিক কাজ– ইজ্রায়েলের ইতিহাসে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ক্রমশ সাহায্য ও সহায়তার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিদর্শনের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই সমস্ত কথা শমূয়েল **সদাপ্রভুর সামনেই** আলোচনা করেছে। এ হল ইতিহাস, একে শমূয়েল তৈরী করেনি; তাই তা তারা তাদের ইচ্ছানুসারে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না। ৭ পদে শমূয়েল বলেছে, ***"তোমরা এখন দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি সদাপ্রভু যে সমস্ত <u>সাধু (ধার্মিক) কাজ</u> করেছেন, তাদের বিষয় আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব।"*** এখানে সদাপ্রভুর কাজকে সাধু বা ধার্মিক কাজ বলার কারণ, তাঁর প্রজাদের প্রতি সদাপ্রভু যে সমস্ত উপকার সাধন করেছেন, তা তাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির প্রতি অনুগত্যের প্রকাশ এবং তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাদের পূর্ণতার প্রকাশ।

ঈশ্বর কী ধরণের ব্যক্তি, তা উপলব্ধি করা, তাদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল; তা আমাদের কাছেও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইজ্রায়েলের চারপাশের অন্য জাতির উপাস্য দেবতাদের মতো নন, সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তৃত এবং একমাত্র তিনিই পারেন তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করতে।

(৩) ইজরায়েলের ব্যর্থতা, বিস্মরণ প্রবণতা ও নিরাশা– শমূয়েল এখানে বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা তাদের প্রতি ও তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি ঈশ্বর যে সমস্ত সাধু কাজ করেছেন, তা বর্ণনার দ্বারা দেখিয়েছে যে, তারা ও তাদের পিতৃপুরুষরা কত বড় পাপ করেছে। ৮ পদে শমূয়েল পুনরায় মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ***"যাকোব মিসরে গেলে পর যখন তোমাদের পিতৃপুরুষরা সদাপ্রভুর কাছে কেঁদেছিল, তখন সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে পাঠিয়েছিলেন; তারা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিসর থেকে বের করে এনেছিল, এবং এই স্থানে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের বাস করিয়েছিল।'' শমূয়েল তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, প্রথম থেকেই কোনও মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরই তাদের উদ্ধারকর্তা হয়ে এসেছেন- তিনিই মোশি ও হারোণকে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনিই তাদের বের করে এনেছিলেন। ঈশ্বর মোশি ও হারোণকে ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা ইজ্রায়েলকে উদ্ধার করেনি।

কিন্তু ইজ্রায়েল তাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরকে ভুলে গেছিল: *"কিন্তু লোকেরা নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলে গেল''* (৯ক)। লজ্জ্যার বিষয় হল, পলেষ্টীয়রা পর্যন্ত মিসর থেকে ইজ্রায়েলের উদ্ধারকে স্মরণ করে ভয় পেত (১শমূয়েল ৪:৮; ৬:৬); কিন্তু ইজ্রায়েল তা ভুলে গেছে। কনান দেশে প্রবেশ করা মাত্র তারা এমন আচরণ শুরু করেছিল যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের জীবনে যেন তেমন তাৎপর্যের অধিকারী নন। তখন তাদেরকে ফেরাতে ঈশ্বর তাদেরকে বিভিন্ন শত্রদের হাতে সমর্পণ করেন, *"তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষরার হাতে, পলেষ্টীয়দের হাতে ও মোয়াবরাজের হাতে তাদের বিক্রয় করলেন, এবং এরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল''* (৯খ)। তখন তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে কেঁদেছিল: *"তারা সদাপ্রভুর কাছে কেঁদে বলল, আমরা পাপ করেছি, আমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে বালদেবদের ও অষ্টারোৎদেবীদের সেবা করেছি; কিন্তু এখন তুমি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর, আমরা তোমার সেবা করব''* (১০ পদ)। তখন ঈশ্বর বিভিন্ন বিচারকদের তুলেছিলেন ও তাদের উদ্ধার করেছিলেন: *"পরে সদাপ্রভু যিরুব্বাল, বদান, যিপ্তহ ও শমূয়েলকে পাঠিয়ে তোমাদের চারিদিকের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলেন; তাতে তোমরা নির্ভয়ে বাস করলে''* (১১ পদ)।

অর্থাৎ, একই ঘটনা-প্রবাহ বৃত্তাকারে পুনরাবৃত্ত হয়েছে: তারা বিভিন্ন শত্রুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে; নিরাশায় তারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছে এবং কেবল তাঁরই সেবা করার প্রতিজ্ঞা করেছে; তখন ঈশ্বর বিভিন্ন বিচারক পাঠিয়ে তাদের সেই সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। প্রত্যেক বিচারক তাদের মধ্যে স্বস্তি এনেছিল, সুস্থিতি ফিরিয়ে এনেছিল; কিন্তু প্রজারা আবার ঈশ্বরকে ভুলে গেছিল; ফলে পুনরায় তারা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এর ক্রমশ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১১ পদে যে সমস্ত বিচারকদের নাম করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বদান আমাদের কাছে অপরিচিত। সেপ্টুয়াগিন্টে বদানের পরিবর্তে বারকের (বিচার ৪) কথা বলা হয়েছে।

যাইহোক, ইতিহাস থেকে এই সমস্ত ঘটনাকে উল্লেখ করে, শমূয়েল তাদের মনোযোগকে সেই সত্যের প্রতি আকর্ষিত করতে চেয়েছে যে, অতীতে যে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছেন, তিনি একইভাবে সেই মুহূর্তেও উদ্ধার করে চলেছেন- তিনিই মিস্পাতে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে (৭ অধ্যায়) ও যাবেশ-গিলিয়দে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে (১১ অধ্যায়) তাদের জয় দিয়েছেন। এর দ্বারা শমূয়েল বলতে চেয়েছে যে, শমূয়েল তাদের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু সেই শমূয়েলকে তারা অগ্রাহ্য করার দ্বারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকেই তারা অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাসে তারা এমন কাজ বারংবার করেছে। ইতিহাস তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বয়ং ঈশ্বর এর সাক্ষী।

কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ততায় তাদের উদ্ধার করে এসেছেন। ইজ্রায়েল অবিশ্বস্ত হলেও ঈশ্বর সর্বদা বিশ্বস্ত ছিলেন। এই সত্য আমাদের প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য। তাঁর বিশ্বস্ততাকে স্মরণ করে, আসুন, আমরা আমাদের পাপ থেকে ফিরি তাঁর গৌরবার্থে নিজেদের উৎসর্গ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com